শান্তি

নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ইরানের ৩১ বছর জেলবন্দি সমাজকর্মী নার্গিস মহম্মাদি

৬

সংবাদ প্রতিদিন

সোনা

নয় বছর পর এশিয়াডে হকিতে সোনা ভারতের। ছাড়পত্র অলিম্পিকেরও

১০

sangbadpratidin.in
epratidin.in | ১৯ আশ্বিন ১৪৩০ | ৫.০০ টাকা | * | উত্তরবঙ্গ সংস্করণ | শনিবার | ৭ অক্টোবর ২০২৩ | বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি | সর্বনিম্ন ২৬°/৩৪° সর্বাধিক | ১০ পাতা

সুপ্রিম কোর্ট, ধরনা দু'দিকেই ব্যাকফুটে রাজ্যপাল

■ অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য রাখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবনের সামনে রেড ক্রস রোডে। —শুভাশিস রায়

দার্জিলিংয়ে কথা হোক, নরম আনন্দ

প্রতিনিধি যাবে, কিন্তু আসল বৈঠক হবে এখানেই : অভিষেক

ততদিন ধরনা, দরকারে পুজোতেও

স্টাফ রিপোর্টার : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই খানিকটা নরম হলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। শুক্রবার অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে দিল্লি থেকে তাঁর বার্তা, তিনি বাংলায় ফিরে বৈঠক করতে প্রস্তুত। তবে এখন দার্জিলিংয়ের রাজভবনে সেই বৈঠক হোক। এর উত্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, ''আমরা অহংকারী নই। ওঁর পদের মর্যাদা দিই। উনি তো এতদিন বাংলার বাইরে থাকছিলেন। এখন বাংলায় এসে কথা বলতে চাইছেন। দিল্লির থেকে দার্জিলিং অন্তত কলকাতার কাছে। যা-ই হোক, উনি দার্জিলিং আসবেন। আমাদের তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল কথা বলতে যাবে। এর মধ্যে থাকবেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র ও প্রদীপ মজুমদার। কিন্তু তাঁরা গিয়ে বলবেন আসল প্রতিনিধিদল কথা বলবে বলে কলকাতাতেই অপেক্ষা করছে। বিস্তারিত কথা এখানকার রাজভবনেই হবে। আমি ততদিন এই ধরনামঞ্চে থাকব। রাজ্যপাল কত দেরি করতে পারেন দেখব। যদি উনি পুজো পার করে দেন, তা হলে পুজোর মধ্যেও আমি এই ধরনামঞ্চে বসে থাকব। জেদের লড়াইতে ওরা আমাকে হারাতে পারবে না। আমরা সাধারণ মানুষের বকেয়া টাকার জন্য অধিকার আদায়ের লড়াই লড়ছি।''

> ■ **আজ, শনিবার বিকেল ৫.৩০ মিনিটে দার্জিলিংয়ের রাজভবনে তৃণমূলের তিন প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের।**
>
> ■ **তৃণমূলের প্রতিনিধিদলে থাকবেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।**

শুক্রবারও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জমজমাট ছিল ধরনা চত্বর। বেলা বাড়তে থাকলে সমাবেশ বিরাট চেহারা নেয়। নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের মাঝে মাঝেই ছাত্র-যুবদের গান এবং আবৃত্তি বৈচিত্র আনছিল। সভা সঞ্চালনা করেন বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। রাত সাতটা নাগাদ বক্তৃতা দেন অভিষেক। স্পষ্ট বলে দেন, "এই রাজভবনে এসেই আপনাকে আমার সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। যে ৫০ লক্ষ মানুষ চিঠি লিখেছেন, তা কলকাতাতেই আমরা রাজ্যপালের কাছে দেব। ৫০ লক্ষ চিঠি আপনাকে পড়াব।" শুক্রবার সন্ধ্যায় পরিস্থিতি হঠাৎই নাটকীয় মোড় নেয়। রাজভবনের সামনে অবস্থানরত তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে ফোন আসে বোসের। রাজ্যপাল জানান, তিনি তৃণমূল প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করতে চান। তবে, কলকাতায় নয়, সেই সাক্ষাৎ হবে শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায়, দার্জিলিং রাজভবনে। জানিয়ে দেওয়া হয় ই-মেল মারফত তৃণমূল তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে। তার পরই তিনজনের প্রতিনিধিদল উত্তরবঙ্গে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। যার প্রেক্ষিতে রাজ্যপালকে অভিষেকের কটাক্ষ, "সাংবাদিক সম্মেলন করতে বাংলায় আসছেন। দেখবেন হয়তো তিন ঘণ্টা পর বিমান ধরে আবার চলে যাবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও বাংলায় আসেন কয়েক ঘণ্টার জন্য, আবার রাজ্যপালও তাই। আর তৃণমূল মাটি কামড়ে মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে।"

কলকাতায় রাজভবনের সামনে তৃণমূলের ধরনা চলছে। যাকে এড়াতেই কার্যত রাজ্যপাল দিল্লি-উত্তরবঙ্গ যাতায়াত করছেন বলে অভিযোগ তৃণমূলের। অভিষেক যার প্রেক্ষিতে বলেন, "দিল্লি-উত্তরবঙ্গ যাতায়াত করতে পারছেন, কিন্তু কলকাতায় আসছেন না কেন? কীসের ভয়?" তাঁর কথায়, "রাজ্যপালকে কলকাতায় এসে ধরনারত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে, তাঁদের কথা শুনতেই হবে। নইলে এখানেই চলবে ধরনা।" শ্রমিকদের স্বার্থ তিনি যে কতটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন তা বোঝাতে বলে দেন, "পুজোর আগে রাজ্যপালের জবাব না এলে ধরনা তুলব না। আপনাদের মুখে হাসি না ফাটানো পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। আপনাদের মুখে হাসি না ফোটাতে পারলে আমরাও হাসব না। আপনাদের আনন্দের ছোঁয়া না দিতে পারলে আমরাও আনন্দ করব না। আপনারা নতুন জামাকাপড় পরতে না পারলে আমরাও নতুন জামাকাপড় পরব না। দলের তরফে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" রাজ্যপাল পদ তুলে দেওয়া নিয়ে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে প্রস্তাব আনার কথা বলেন।

উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন না বোস, নোটিস

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল রাজ্যপালের। মামলা বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও কেন রাজ্যপাল উপাচার্য নিয়োগ করেছেন, তা জানতে চেয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করে সি ভি আনন্দ বোসকে নোটিস পাঠাল বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর বেঞ্চ। এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে হবে রাজ্যপালকে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, পরবর্তী শুনানিতে নির্দিষ্ট নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কোনও নতুন নিয়োগ করতে পারবেন না রাজ্যপাল। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে, তাঁর সুবিধামতো বৈঠকের সময় ও তারিখ ঠিক করে একসঙ্গে কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর নির্দেশ দিয়ে আদালত জানিয়েছে, মামলার পরবর্তী শুনানি ৩১ অক্টোবর। সেদিনই সার্চ কমিটি সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হবে।

এদিন আদালতের নির্দেশ সামনে আসতেই রাজ্যপালকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিষেক বার্তা দেন, 'জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির দিকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি রায় দিয়েছে যে, রাজ্যপাল আর অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন না। বিজয়ের পথে যাত্রা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে!' সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমরা এতদিন ধরে যে আইনি সুবিচার চেয়েছিলাম, আজ দেশের শীর্ষ আদালত কার্যত তাতে সিলমোহর দিয়েছেন। যে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, তার সাম্প্রতিক ও অস্থায়ী বাসিন্দাটির জন্য দুঃখই হচ্ছে আমার। কারণ, উনি তো আমাদের রাজ্যের আচার্য। ফলে, তাঁর কোনও পরাজয় হলে খারাপ লাগারই কথা। কিন্তু এই পরিস্থিতি কাম্য ছিল না।" তাঁবেদার নয়, আলোচনার মাধ্যমে সঠিক উপাচার্য নিয়োগ করতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দুঃখপ্রকাশ করে রাজ্যপাল বৈঠকে বসবেন বলে ব্রাত্য আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমরা বারবার আলোচনায় বসতে চেয়েছি। এই মতিচ্ছন্ন একগুঁয়েমি যে কেন, সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। এর মধ্যে এক ধরনের স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র আমি লক্ষ করতে পারছি। যা রায় এসেছে তাতে কার্যত ওঁর আর আচার্য থাকার নৈতিক অধিকার নেই। আমরা চাইব, যে বিল তাঁর কাছে পেন্ডিং হয়ে পড়ে আছে, তাতে সই করুন। অর্থাৎ, বিধানসভার পাস হওয়া বিলের মাধ্যমে রাজ্যের দশ কোটি মানুষ যেটা চাইছে যে, এ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। যে সব উপাচার্যর বেতন থেকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সুপ্রিম কোর্ট বঞ্চিত করল, তাঁদের কারও কারও যদি আত্মমর্যাদা থাকে তা হলে পদত্যাগ করুন।" উচ্চশিক্ষা সংসদ ও মুখ্যমন্ত্রীর নমিনির নাম সুপারিশ করা প্রসঙ্গে ব্রাত্য জানান, "গ্রাহ্য হয়েছে সেই দু'টো থাকা। এবং সে জন্য সুপারিশ তালিকা চাওয়া হয়েছে। আমরা সেই তালিকা আজ-কালের মধ্যে জমা দিচ্ছি।"

পাঁচের পাতায়

কামদুনির রায় চ্যালেঞ্জ, রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে

স্টাফ রিপোর্টার: কামদুনি কলেজছাত্রীকে গণধর্ষণ-কাণ্ডে ফাঁসি ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত চারজনকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। দোষী সাব্যস্ত আরও দু'জনের ফাঁসির সাজা রদ করে শুক্রবার আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চ। কলকাতা হাই কোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে বলে সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। আজ, শনিবার সিআইডি কর্তারা কামদুনি গিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখাও করবেন। হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে কামদুনি প্রতিবাদ মঞ্চও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে ব্যাঙ্কশাল আদালতের বিচারক সঞ্চিতা সরকার কামদুনি-কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত আনসার আলি মোল্লা, সইফুল আলি মোল্লা ও আমিন আলির ফাঁসির সাজা ঘোষণা করেন। বাকি তিন অভিযুক্ত আমিনুর ইসলাম, ইমানুল হক ও ভোলানাথ নস্করকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

পাঁচের পাতায়

কেন্দ্রের টাকা শুধু সিকিমে, পাহাড়ে ত্রাণ বাবদ মমতাই ২৪ কোটি দিলেন অনীতকে

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো : বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও বৈষম্যের ধারা বজায় থাকল। প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও তার অন্যথা হল না। তবে কেন্দ্র টাকা না দিলেও উত্তরের ক্ষত মেরামতে জিটিএ-কে ২৪ কোটি টাকা দিচ্ছে নবান্ন।

শুক্রবার নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে বৈঠক করেন জিটিএ প্রধান অনীত থাপা। তখনই মুখ্যসচিবের ফোনে অনীতের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপর্যস্ত কালিম্পংয়ের পুনর্গঠনে আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, বিপর্যয়ের পর প্রধানমন্ত্রী সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেন। সিকিমকে আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তারপরই শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ফান্ড (সিডিআরএফ) থেকে সিকিমকে ৪৪.৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেই একই ফান্ড থেকে কেন্দ্র বাংলার জন্য কেন বরাদ্দ মঞ্জুর করল না, উঠছে সেই প্রশ্নও। টাকা তো দূর অস্ত, শাহর মন্ত্রকের তরফে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিকিমের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশে রয়েছেন বলে উল্লেখ করা হলেও দীর্ঘ বিবৃতিতে বাংলার নাম একবারও উল্লেখই করা হয়নি। ওই প্রসঙ্গে টেনে এদিন অনীত থাপা কেন্দ্রের দু'মুখো নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

■ তিস্তা থেকে দেহ উদ্ধার এনডিআরএফের। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে। —সুবীর এস

পাঁচের পাতায়

এক ঝলক

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে মন্ত্রিসভার বৈঠক

■ কলকাতা : পায়ের চোটের জন্য বাড়ি থেকে কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১২ অক্টোবর তাঁর কালীঘাটের বাড়িতেই মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে। শুক্রবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই মন্ত্রীদের অবহিত করা হয়েছে।

নিটের প্রস্তুতিতে এসে ছাত্র খুন

■ কলকাতা : মেডিক্যালে ভর্তির জন্য নিটের প্রস্তুতি নিয়ে কালিয়াচক থেকে নিউটাউনে আসা সাজিদ হোসেন (১৯) নামে এক ছাত্র খুন হয়ে গেল। বুধবার রাত থেকে সে নিখোঁজ ছিল। ৩০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতে সুটকেসে তার দেহ মেলে।